দৈনিক
আজকের দেশ বার্তা
Daily Ajker Deshbarta

মঙ্গলবার ◆ ৩১ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ◆ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ◆ ২৬ মহররম ১৪৪২ হিঃ

রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে ভুট্টা আবাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

-মহাপরিচালক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥- বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি প্রকৌশলী প্রখ্যাত কৃষিবিদ ড. এম. এছরাইল হোসেন বলেছেন, ভুট্টা একটি লাভজনক অর্থকরি উচ্চ ফলনশীল ফসল। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ সহ বিভিন্ন জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ ফসলের চাষাবাদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এই কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকার গম ও ভুট্টা আবাদ সম্প্রসারনের লক্ষ্যে দিনাজপুরে ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমানে ভুট্টার তৈরি কর্ণওয়েল তেল, কর্নফ্লেক্স, বেবিকর্ন, পপকর্ণ, চিপ, চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে খাওয়া উপযোগী ও রকমারী সুস্বাধু পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট রুটি সহ কনফেকশনারী খাদ্যে ভুট্টার ব্যবহার এবং কদর যতই দিন যাচ্ছে ততই বেড়ে চলেছে। গমের সাথে ৩০%-৩৫% ভুট্টার আটা সংমিশ্রনে সু-স্বাদু পুষ্টিযুক্ত আটা বাজারে কম দানে পাওয়া যাচ্ছে যা স্বাস্থ্যর জন্য খুবই উপকারী। এই আটার তৈরি খাদ্যমান খুবই ভাল। অতিতে শুধু মাত্র মৎস্য ও হাঁস-মুরগীর পোল্ট্রি ফার্মে ও পশু খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার করা হত। এখন ভুট্টার বহুমূখী ব্যবহার বেড়েছে। গতকাল বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউট নশিপুর দিনাজপুরে বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন

রংপুর ও রাজশাহী

ড. মোঃ বদরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে মহাপরিচালক ড. এম এছারাইল হোসেন "ভুট্টা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও চেলেঞ্জ সমূহ শীর্ষক" এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন।

ড. এছারাইল হোসেন বলেন, বারি, ডব্লিউএমআরআই অনেক উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে যা কৃষক সম্প্রদায় চাষাবাদ করে অনেক লাভবান হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীন ভুট্টার চাহিদা ৬৫-৬৬ লক্ষ মেঃ টন , আর উৎপাদন হচ্ছে ৫৪ লক্ষ মেঃ টন। অবশিষ্ট ভুট্টা বিভিন্ন দেশ হতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে আনতে হচ্ছে। আমরা আসন্ন ভুট্টা মৌসুমে যদি ডি.এ.ই , বিএডিসি, বিভিন্ন কৃষি ভিত্তিক এনজিও, সীড কোম্পানী ও কৃষক সম্প্রদায় খুবই মনোযেগ দিয়ে ভুট্টা আবাদ করি তাহলে ইনশাল্লাহ ৮০/৮২ লক্ষ মেট্রিক টন ভুট্টা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে অনেক ব্যবসায়ী ভারত, নেপাল ও ভুটানে ভুট্টা রপ্তানী করে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করছে।

মহাপরিচালক বলেন, মঙ্গা কবলিত, হাওড় বেষ্টিত উপকূলীয় ও বিভিন্ন নদ-নদীর অববাহিকায়, চরাঞ্চলে সিলেট ও পার্বত্য অঞ্চলের উচু-মাঝারী উচু ও নিম্নাঞ্চলের পতিত এবং আবাদ যোগ্য কৃষি জমিতে,এবং অধুনা বিলুপ্ত ছিট মহলে হাইব্রীড ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আবাদ বাড়াতে হবে। পপকর্ণ , বেবিকর্ণ, খইভুট্টা, মিষ্টি ভুট্টা সহ নানান প্রকারের ৮০-৮৫ টি হাইব্রীড জাতের ভুট্টা দেশে আবাদ হচ্ছে। মহাপরিচালক বলেন বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে পতিত আবাদযোগ্য জমিতে ভুট্টা চাষাবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে যা এ মৌসুম থেকে বাস্তাবায়ন করা হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ডব্লিউএমআরআই ও বারি উদ্ভাবিত ১৬ ও ৯ জাতে ভুট্টার ব্যাপক ফলন হচ্ছে। এছাড়াও পাইওনিয়ার-৯২, পাইওনিয়ার-৩৩৫৫ জাতের ভুট্টা ৪৮ শতাংশ জমিতে ৮০-৮৫ মন আদর্শ চাষী গন উৎপাদন করে থাকে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আবু জামান সরকার বলেন, ভুট্টা আবাদের ব্যাপক সম্ভাপনা দেখা দিয়েছে। রোগ বালাই নেই বললেই চলে,শুধু মাত্র ফল আর্মিয়াম ছিদ্রকারী পোকাটি ফসল নষ্ট করে।

উক্ত অনুষ্ঠানে ভুট্টা বিজ্ঞানী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আলমগীর মিয়া , বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ভুট্টা বিজ্ঞানী ড. আসগর আহমেদ বলেন, ভুট্টা আবাদের প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কৃষককূল ন্যায্য মূল্য পেলে ভুট্টা অচিরেই দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হিসেবে গন্য হবে। রংপুর বিভাগের আদর্শ চাষী, উপজেলা কৃষি অফিসার, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষি সম্প্রসারন অফিসার সহ অন্যান্য কৃষিবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানীগন তাদের গুরুত্বপূর্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। তারা বলেন, আগামীতে ব্যাপক ভাবে ভুট্টার আবাদ সম্প্রসারিত হবে ও ফলন বাড়বে।

সভাপতির বক্তব্যে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড, মোঃ বদরুজ্জামান বলেন মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনায় সুষম সারের কোন বিকল্প নেই। মৃত্তিকা গবেষনা ইনস্টিটিউটকে বিনা মূল্যে মাটি পরীক্ষা করার জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দাবী উঠেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিহেক্টরে (২৪৭ শতক জমিতে) ভুট্টার ৯-৭৫ মেঃ টন গড় ফলন পাওয়া যাচ্ছে। লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, আধুনিক কলাকৌশল, কৃষি যন্ত্রপাতি, নিবিড় পরিচর্যা প্রয়োগ করতে পারলে ১১-১২ লক্ষ মেট্রিক টন গড় ফলন পাওয়া যাবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহফুজ বাজ্জাজ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

দৈনিক খবর
একদিন
DAILY KHABOR EKDIN
দেশ ও মানুষের কথা বলে
ম, সংখ্যা-২৪৫, দিনাজপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং. মঙ্গলবার. ৩১ ভাদ্র ১৪২৭, ২৬ মহররম ১

দিনাজপুরে ভুট্টা উৎপাদনে বর্তমান অবস্থা ও চেলেঞ্জ উত্তরন শীর্ষক কর্মশালা

ভুট্টা একটি লাভজনক অর্থকরি উচ্চ ফলনশীল ফসল- ড. এম. এছারাইল হোসেন

স্টাফ রিপোটার ঃ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন কৃষি প্রকৌশলী প্রখ্যাত কৃষিবিদ ড. এম.এছারাইল হোসেন বলেছেন, ভুট্টাএকটি লাভজনক অর্থকরি উচ্চ ফলনশীল ফসল। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগসহ বিভিন্ন জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ ফসলের চাষাবাদের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এই কৃষি ও কৃষক বান্ধব সরকার গম ও ভুট্টা আবাদ সম্প্রসারনের লক্ষ্যে দিনাজপুরে ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্তমানে ভুট্টার তৈরি কর্ণওয়েল তেল, কর্নফ্লেক্স, বেবিকর্ন, পপকর্ণ, চিপ, চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে খাওয়া উপযোগী ও রকমারী সুস্বাধু পুষ্টি মানসম্পন্ন বিস্কুট রুটিসহ কনফেকশনারী খাদ্যে ভুট্টার ব্যবহার এবং কদর যতই দিন যাচ্ছে ততই বেড়ে চলেছে। গমের সাথে ৩০%-৩৫% ভুট্টার আটা সংমিশ্রনে সু-স্বাদু পুষ্টিযুক্ত আটা বাজারে কম দামে পাওয়া যাচ্ছে যা স্বাস্থ্যর জন্য খুবই উপকারী। এই আটার তৈরি খাদ্য মান খুবই ভাল। অতিতে শুধুমাত্র মৎস্য ও হাঁস-মুরগীর পোল্ট্রি ফার্মে ও পশুখাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার করা হত। এখন ভুট্টার বহুমূখী ব্যবহার বেড়েছে। গতকাল বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউট নশিপুর দিনাজপুরে বিশিষ্ট মৃত্তিকা বিজ্ঞানী মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ বদরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে মহাপরিচালক ড. এম এছারাইল হোসেন "ভুট্টা উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা ও চেলেঞ্জ সমূহ শীর্ষক" এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেন। ড. এছারাইল হোসেন বলেন, বারি, ডব্লিউ এমআরআই অনেক উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে যা কৃষক সম্প্রদায় চাষাবাদ করে অনেক লাভবান হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীন ভুট্টার চাহিদা ৬৫-৬৬ লক্ষ মেঃ টন, আর উৎপাদন হচ্ছে ৫৪ লক্ষ মেঃ টন। (শেষের পাতায় দেখুন)

ভুট্টা একটি লাভজনক উচ্চ

অবশিষ্ট ভুট্টা বিভিন্ন দেশ হতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যায় করে আনতে হচ্ছে। আমরা আসন্ন ভুট্টা মৌসুমে যদি ডি.এ.ই , বিএডিসি, বিভিন্ন কৃষি ভিত্তিক এনজিও, সীড কোম্পানী ও কৃষক সম্প্রদায় খুবই মনোযোগ দিয়ে ভুট্টা আবাদ করি তাহলে ইনশাল্লাহ ৮০/৮২লক্ষ মেট্রিকটন ভুট্টা উৎপাদন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে অনেক ব্যবসায়ী ভারত, নেপাল ও ভুটানে ভুট্টা রপ্তানী করে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করছে। মহাপরিচালক বলেন, মঙ্গা কবলিত, হাওড় বেষ্টিত উপকূলীয় ও বিভিন্ন নদ-নদীর অববাহিকায়, চরাঞ্চলে সিলেট ও পার্বত্য অঞ্চলের উচু-মাঝারী উচু ও নিম্নাঞ্চলের পতিত এবং আবাদ যোগ্য কৃষি জমিতে, এবং অধুনাবিলুপ্ত ছিটমহলে হাইব্রীড ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আবাদ বাড়াতে হবে। পপকর্ণ , বেবিকর্ণ, খইভুট্টা, মিষ্টি ভুট্টাসহ নানা প্রকারের ৮০-৮৫ টি হাইব্রীড জাতের ভুট্টা দেশে আবাদ হচ্ছে। মহাপরিচালক বলেন, বাংলাদেশের বিভিন্ন সেনানিবাসে পতিত আবাদ যোগ্য জমিতে ভুট্টা চাষাবাদ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে যা এ মৌসুম থেকে বাস্তাবায়ন করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষিসম্প্রসারন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ডব্লিউএমআরআই ও বারি উদ্ভাবিত ১৬ ও ৯ জাতের ভুট্টার ব্যাপক ফলন হচ্ছে। এছাড়াও পাইওনিয়ার-৯২, পাইওনিয়ার-৩৩৫৫ জাতের ভুট্টা ৪৮ শতাংশ জমিতে ৮০-

৮৫ মন আদর্শ চাষী গন উৎপাদন করে থাকে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আবু জামান সরকার বলেন, ভুট্টা আবাদের ব্যাপক সম্ভাপনা দেখা দিয়েছে। রোগ-বালাই নেই বললেই চলে, শুধুমাত্র ফল আর্মিয়াম ছিদ্রকারী পোকাটি ফসল নষ্ট করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ভুট্টা বিজ্ঞানী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আলমগীর মিয়া , বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ভুট্টা বিজ্ঞানী ড. আসগর আহমেদ বলেন, ভুট্টা আবাদের প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের মাটি ভুট্টা আবাদের জন্য খুবই উপযোগী। তবে সবচেয়ে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের মাটি ভুট্টা আবাদের জন্য মানানসই। কৃষক ফূলন্যায্য মূল্য পেলে ভুট্টা অচিরেই দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হিসেবে গন্য হবে। রংপুর বিভাগের আদর্শ চাষী, উপজেলা কৃষি অফিসার, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষিসম্প্রসারন অফিসারসহ অন্যান্য কৃষিবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানীগনতাদের তারা বলেন, আগামীতে ব্যাপক ভাবে ভুট্টার আবাদ সম্প্রসারিত হবে ও ফলন বাড়বে। সভাপতির বক্তব্যে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড, মোঃ বদরুজ্জামান বলেন, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনায় সুষম সারের কোন বিকল্প নেই। মৃত্তিকা গবেষনা ইনস্টিটিউটকে বিনা মূল্যে মাটি পরীক্ষা করার জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দাবী উঠেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি হেক্টরে (২৪৭ শতক জমিতে) ভুট্টার ৯-৭৫ মেঃ টন গড় ফলন পাওয়া যাচ্ছে। লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, রক্ষ ব্যবস্থাপনা, আধুনিক কলাকৌশল, কৃষিযন্ত্রপাতি, নবিড় পরিচর্যা প্রয়োগ করতে পারলে ১১-১২ লক্ষ মেট্রিকটন ড় ফলন পাওয়া যাবে। নুষ্ঠান পরিচালনা করেন দ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. াঃ মাহফুজ বাজ্জাজ, জ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নায়ার হোসেন প্রমুখ।

দৈনিক
আমরা মানুষের পক্ষে
যুগের আলো
প্রতিষ্ঠাতা: আলহাজ্ব রহিম উদ্দিন ভরসা
উত্তরাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
মঙ্গলবার ৩১ ভাদ্র ১৪২৭ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০

দিনাজপুরে ভুট্টা উৎপাদনে বর্তমান অবস্থা ও চেলেঞ্জ উত্তরণ শীর্ষক কর্মশালা

দিনাজপুর প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষনা ইনষ্টিটিউটের মহাপরিচালক আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষি প্রকৌশলী প্রখ্যাত কৃষিবিদ ড. এম. এছরাইল হোসেন বলেছেন, ভুট্টা একটি লাভজনক অর্থকরি উচ্চ ফলনশীল ফসল। রংপুর ও রাজশাহী বিভাগ সহ বিভিন্ন জেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ ফসলের চাষাবাদের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। ড. এছারাইল হোসেন বলেন, বারি, ডব্লিউএমআরআই অনেক উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাতের ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে যা কৃষক সম্প্রদায় চাষাবাদ করে অনেক লাভবান হচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ডব্লিউএমআরআই ও বারি উদ্ভাবিত ১৬ ও ৯ জাতের ভুট্টার ব্যাপক ফলন হচ্ছে। এছাড়াও পাইওনিয়ার৯২, ড় পাইওনিয়ার ৩৩৫৫ জাতের ভুট্টা ৪৮ শতাংশ জমিতে ৮৫৮৫ মন আদর্শ চাষী গন উৎপাদন করে থাকে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যেড় মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আবু জামান সরকার বলেন, ভুট্টা আবাদের ব্যাপক সম্ভাপনা দেখা দিয়েছে। রোগ বালাই নেই বললেই চলে,শুধু মাত্র ফল আর্মিয়াম ছিদ্রকারী পোকাটি ফসল নষ্ট করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ভট্টা বিজ্ঞানী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আলমগীর মিয়া , বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ভুট্টা বিজ্ঞানী ড. আসগর আহমেদ বলেন, ভুট্টাড় আবাদের প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশের মাটি ভুট্টা আবাদের জন্য খুবই উপযোগী। তবে সবচেয়ে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের মাটি ভুট্টা আবাদের জন্য মানান সই। কৃষককূল ন্যায্য মূল্য পেলে ভুট্টা অচিরেই দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য হিসেবে গন্য হবে। রংপুর বিভাগের আদর্শ চাষী, উপজেলা কৃষি অফিসার, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষি সম্প্রসারন অফিসার সহ অন্যান্য কৃষিবিদ ও কৃষি বিজ্ঞানীগন তাদের গুরুত্বপূর্ন বক্তব্য তুলে ধরেন। তারা বলেন, আগামীতে ব্যাপক ভাবে ভুট্টার আবাদ সম্প্রসারিত হবে ও ফলন বাড়বে। সভাপতির বক্তব্যে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড, মোঃ বদরুজ্জামান বলেন মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থাপনায় সুষম সারের কোন বিকল্প নেই।

মৃত্তিকা গবেষনা ইনস্টিটিউটকে বিনা মূল্যে মাটি পরীক্ষা করার জন্য কৃষক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে দাবী উঠেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিহেক্টরে (২৪৭ শতক জমিতে) ভুট্টার ৯৭৫ মেঃ টন গড় ফলন পাওয়া যাচ্ছে। লাগসই কৃষি প্রযুক্তি, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, আধুনিক কলাকৌশল, কৃষি যন্ত্রপাতি, নিবিড় পরিচর্যা প্রয়োগ করতে পারলে ১১ ১২ লক্ষ মেট্রিক টন গড় ফলন পাওয়া যাবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উদ্ধর্তন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ মাহফুজ বাজ্জাজ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মনোয়ার হোসেন প্রমুখ।□